নতুন পোশাকে শিশুর চোখে নতুন স্বপ্ন জাগালো আলমডাঙ্গা মানবাধিকার কমিশন

নতুন ড্রেসে নতুন স্বপ্ন, আলমডাঙ্গার নান্দবারে শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফোটাল বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন।

“ছোট্ট সহায়তায় বড় আশা” এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মানবিক কার্যক্রমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখা। গতকাল রবিবার বেলা ১২টার সময় বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার উদ্যোগে নান্দবারব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর হাতে নতুন স্কুল ড্রেস ও স্কুল ব্যাগ তুলে দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি আল আমিন হোসেন পরশ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক হুমায়ন কবির টুলু, উপস্থিত ছিলেন আসমানখালী ক্যাম্পের ইনচার্জ ফিরোজ আহমেদ, ক্যাম্পের উপ পরিদর্শক শাহরিয়ার তপু, মানবাধিকার কর্মী চঞ্চল হোসেনসহ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। এসময় নতুন পোশাক ও ব্যাগ হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীদের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে।

জানা গেছে, চলতি বছর সংস্থাটির পক্ষ থেকে অসহায় পরিবারের জন্য বাসস্থান নির্মাণে নগদ অর্থ ও টিন সহায়তা প্রদান করা করেছে। তীব্র শীতে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন শীতার্তদের মাঝে ৪০০ এর অধিক কম্বল বিতরণ করা করেছে। এছাড়াও মাইলস্টোনে বিমান দুর্ঘটনার সময় ৪৬ ব্যাগ রক্তসহ গত বছর এপ্রিল মাস থেকে এখন পর্যন্ত ১০৭ ব্যাগ রক্তের ব্যবস্থা করেছে শাখাটি।

সভাপতি আল আমিন হোসেন বলেন, “আমরা অসহায় মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

দুধ কলা খেয়ে বড় হয়ে এখন কাল সাপের মত আচরণ -জয়ন্ত কুমার কুন্ডু

স্বাধীনতার পর একটি দল আমাদের সঙ্গে থেকে দুধ কলা খেয়ে বড় হয়ে এখন কাল সাপের মত আচরণ করছেন। গতকাল রবিবার বিকেলে কোটচাঁদপুর হাইস্কুল মাঠে ঝিনাইদহ-৩ আসনের নির্বাচনী জনসভায় এ কথা বলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএনপি’র খুলনা বিভাগের সহ-সাংগাঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

তিনি বলেন, ওই দলটি কখনও আমাদের সঙ্গে কখনও পতিত আওয়ামীলীগের সঙ্গে কখনও জলে জঙ্গলে থেকে গুপ্ত রাজনীতি করেছেন। এখন তারা কথায় কথায় বলেন, বিএনপি চাঁদাবাজি করে। বিএনপি দখলবাজি করে। আর তাদের ভাবটা এমন, ঠাকুর ঘরে কেরে,আমি কলা খায়নি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি সাবেক অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মহেশপুর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মেহেদী হাসান (রনি), কেন্দ্রীয় বিএনপি’র তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কে এম আমিরুজ্জামান খান শিমুল, কেন্দ্রীয় জাসাসের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মনির খান, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মিঠুন কুমার দাস।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় কৃষক দলের নেতা ইঞ্জিনিয়ার মমিনুর রহমান (মমিন), উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ও সাবেক উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, যুব দলের সদস্য সচিব মাহফুজুল আলম মামুন, পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার বাধন রাজবীর (নিশু)। তারা বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীর্ষ প্রতিককে বিজয়ী করতে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। রুখে দিতে দেশ বিরোধী অপশক্তিকে।

সভা উপলক্ষে এ দিন দুপুর থেকে কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর সভার ওয়ার্ড থেকে মিছিল সহকারে কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মাঠে জড়ো হতে থাকে। সভা শেষে বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে বিশাল মিছিল বের হয়। এরপর মিছিলটি শহরের বিশেষ বিশেষ সড়ক ঘুরে বাজার চত্বরে এসে শেষ হয়।

সভা সঞ্চালনা করেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন।

কৃষি, স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ ১২ দফার অঙ্গিকার

মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায় বিচার, সুশাসন এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচন ইশতেহার ঘোষণা করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের একটি রেস্টুরেন্টে তিনি এ ইশতেহার ঘোষণা করেন। এসময় জামায়ত, এনসিপির নেতৃবৃন্দও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন ইশতেহারের অংশ হিসেবে তাজ উদ্দিন বলেন, কৃষকদের জন্য সুদবিহীন ঋণ প্রদানসহ কৃষিকে আধুনিকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

৬০ বছরের উর্ধে এবং ৫ বছরের নিচের সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার আধুনিকীকরণ, গবেষণা- ভিত্তিক শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ ও কর্মমূখী জনশক্তি গঠণের গুরত্ব দেওয়া হবে।

যুবকরা আপদ নয়, জাতীর সম্পদ, গ্রাজুয়েটদের দক্ষতা অজর্নের জন্য ২ বছর মেয়াদি ১০ হাজার টাকা করে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হবে।

মেহেরপুর শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় বাইপাস সড়ক

নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগর, আমঝুপি, ভাটপাড়া নীলকুঠি ও মেহেরপুরের ৬টি বিলসহ নদ-নদীগুলোকে নিয়ে পর্যটন জোন তৈরি করা হবে। শিশূদের জন্য বিনোদন পার্ক তৈরি করা হবে।

ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন।

ঝিনাইদহে একটিতে বিএনপি এগিয়ে; বাকি তিনটিতে হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনের নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা জমে উঠেছে।

নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণার আর মাত্র ৪দিন বাকী। ধানের ক্ষেত থেকে শুরু করে মসজিদের আঙ্গিনা পর্যন্ত চলছে জয়-পরাজয়ে হিসাব নিকাশ। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এই আলোচনা।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ সমমনা কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচনে না থাকলেও বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১০দলীয় রাজনৈতিক জোট এবং জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১দলীয় জোটসহ মোট ৩০টির মত দল নির্বাচনে অংশ গ্রহন করছে। তবে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে চলছে মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতার লড়াই ।

ঝিনাইদহ ৪টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ঝিনাইদহ-১(শৈলকুপা) আসনটি আওয়ামী লীগের অধ্যষিত আসন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই আসনে বাম রাজনৈতিক দল বিশেষ করে জাসদের ব্যাপক অবস্থান ছিলো। পরবর্তীতে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন এই আসনটিতে ক্ষমতায় ছিল। এই আসনে জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা খুব একটি শক্তিশালী ছিলনা। ৫ আগষ্টের

পরে জামায়াত সাংগঠনিক ভাবে ফিরে এসে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাই ফলে বিএনপির পাশাপাশি এই আসনটিতে নতুন করে চোখ রাঙ্গাচ্ছে জামায়াত।

এই আসনে ৫জন প্রার্থীর মধ্যে বিএনপি মনোনীত অ্যাড. আসাদুজ্জামানের ধানের শীষ প্রতীক জয়ের ব্যাপারে এগিয়ে রাখলেও মূল লড়াই হবে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এস এম মতিউর রহমানের দাড়িপাল্লা প্রতীকের সাথে। এই আসনে মোট ভোটার রয়েছে ৩২৫২৭৮ জন।

ঝিনাইদহ-২(ঝিনাইদহ সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসনটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ আসন। গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র এমপিদের দখলে থাকলেও তার আগের ১৫বছর বিএনপির প্রয়াত সাংসদ মশিউর রহমানের দখলে ছিল আসনটি। এই আসনে অনেক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছেন এই বিএনপির প্রয়াত সাংসদ। তবে আসনটিতে জামায়াতের এমপি হওয়ারো নজির রয়েছে। দুই উপজেলার ২১টি ইউনিয়ন এবং ২টি পৌরসভায় মোট ভোটার সংখ্যা ৫লাখ ৫শ আট জন। এই আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আব্দুল মজিদ। তিনি সাবেক ছাত্রনেতা, ইউনিয়নের একাধীক বারের চেয়ারম্যান ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন। ফলে তার রয়েছে ব্যাপক পরিচিতি। মাঠে প্রচার-প্রচারণায় এগিয়ে আছেন বিএনপির এই প্রার্থী।

বিপরিত দিকে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী একটি বেসরকারী কলেজের সহকারী অধ্যাপক আলী আজম মোঃ আবু বকর ক্লিন ইমেজের মানুষ রয়েছে শক্ত অবস্থানে। আসনটিতে জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা অনেক ভাল তাছাড়া ২৪শে’র আন্দোলন পরবর্তী চাঁদাবাজী এবং লুটতরাজের বিরুদ্ধে দলীয় ইতিবাচক ভূমিকা রাখার কারণে সাধারণ ভোটারদের কাছে তার ভাল অবস্থান রয়েছে বলে ধারণা করছেন সাধারণ ভোটাররা। নির্বাচনে যে কোনো দলে অল্প ভোটের ব্যাবধানে জয়ী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই আসনে মোট ৬জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন এর মধ্যে ধানের শীষ এবং দাড়িপাল্লার মধ্যে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি।

ঝিনাইদহ-৩ (কোঁটচাদপুর-মহেশপুর) এই আসনে জামায়াতের সাথে বিএনপির ছিল সুদীর্ঘ সম্পকর্, আওয়ামী লীগ পতনের পর ক্ষমতার ভাগাভাগি ও নির্বাচণী বৈতরণী পার হতে দুদলের সম্পর্ক এখন সাপে নেওলে। আসনটিতে জামায়াতের প্রার্থীকে একটু এগিয়ে রাখলেও বিএনপি তা মানতে নারাজ, কারণ এই আসনটিতে রয়েছে বিএনপির পুরাতন ইতিহাস ও বারবার পাশ করার রেকর্ড।

আজকে যিনি বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মেহেদী হাসান রনি, তিনি হলেন সাবেক দুই বারের এমপি প্রয়াত শহিদুল ইসলাম মাস্টারের ছেলে। তিনি বাবার দেখানো পথ এবং নেতা কর্মীদের একসাথে নিয়ে নির্বাচন মোকাবেলা করছেন, তিনি আশাবাদী ঝিনাইদহ-৩ আসনটি তিনি পূনরায় উদ্ধার করে তারেক জিয়াকে উপহার দিবেন। এদিকে এই আসনটি নিয়ে জামায়াতের নিশ্চিত জয় আশা করছেন দলের নেতা কর্মীরা। এই আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হলেন, কেন্দ্রীয় সুরা সদস্য অধ্যাপক মতিয়ার রহমান। তিনি একজন ভাল বক্তা এবং স্বনামধন্য ব্যক্তি।

তিনি আশা করেন, এলাকার উন্নয়ন ও মানুষে মানুষে সু সম্পর্ক বজায় রাখতে জামায়াতে ইসলামের বিকল্প নেই। এই আসন ২টি উপজেলা নিয়ে গঠিত কোঁটচাঁদপুর এবং মহেশপুর। মোট ভোটার ৪লাখ একত্রিশ হাজার পনের জন।

এরমধ্যে কোটচাঁদপুরে মোট ভোটার ১লক্ষ আঠাশ হাজার এবং মহেশপুরে মোট ভোটার ৩ লাখ ২হাজার ১শ চৌষট্টি জন।

জামায়াত প্রার্থীর বাড়ি কোটচাঁদপুরে এবং বিএনপির প্রার্থীর বাড়ি মহেশপুরে হওয়ায় কিছু ভোটার আঞ্চলিক অবস্থানের কথা কথাও বিবেচনা করছেন। তবে তেমনটি হলে জামায়াতের প্রার্থী কিছুটা সংকটে পড়বে। সব মিলে আসনটিতে লড়াই হবে দ্বিমুখী। এই আসনে আরও দুজন প্রার্থীও রয়েছে।

ঝিনাইদহ-৪ (সদর-কালীগঞ্জ) এই আসনে বিএনপির একজন বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছে ফলে এখানে ত্রীমুখী লড়ায়ের সম্ভাবনা। আসনটিকে মূলত বিএনপি’র আসন হিসেবে ধরা হয়, কারণ এই আসন থেকে বিএনপির দীঘদিন ধরে জয়ের রেকর্ড রয়েছে। গত তিনটি নির্বাচন ছাড়া স্বাধীনতা পববর্তী বাকি সময় ধরে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন, গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, তিনি ঝিনাইদহ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং বিএনপিতে সদ্য যোগদানদানকারী প্রার্থী।

কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বাড়ি না হওয়ায় কালীগঞ্জবাসী তাকে মেনে নিতে পারছেন না । অপরদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ ছিলেন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক। তিনি বিএনপির ভোট ব্যাংক দখলে রেখেছেন, তাছাড়া আওয়ামী লীগের

ভোটও তিনি আশা করছেন।

এছাড়া এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী হয়েছেন একটি মাদ্রাসার সুপার মাও. আবু তালেব, তিনি কালীগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর। বিএনপি ভোট দুই ভাগে ভাগ হলে জামায়াত এই আসনটিতে নির্বাচিত হলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। সাধারণ ভোটারদের ধারণা আসনটিতে মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে সাইফুল ইসলাম ফিরোজের কাপ-পিরিচ এবং মাও. আবু তালিবের দাড়িপাল্লার মধ্যে। এই আসনে রয়েছে ৩লাখ তেত্রিশ হাজার ৪শ’একষট্ট্রি ভোটার।

সমাজের সুশিল বুদ্ধিজীবীদের ধারণা ঝিনাইদহ ৪টি আসনেই আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীরদের জয়-পরাজয়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

ঝিনাইদহে অবাধ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দিতে জেলা রিটানিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ ও পুলিশ সুপার মোঃ মাহফুজ আফজাল জানিয়েছেন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে তারা সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। বিশৃঙ্খলা দমনে কয়েক স্তরে আইন শৃঙ্খলা কাজ করছে, নির্বাচন সুষ্ঠু করতে তারা বদ্ধপরিকর।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনী জনসভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান এবং ভোটকেন্দ্র পাহারার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন। তিনি বলেন, ভোটাররা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সকালে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন এবং ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করে কেন্দ্র পাহারা দেবেন।

রোববার বিকেলে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান

অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য মাসুদ অরুন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, আনছারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সায়েদাতুন্নেছা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট প্রদান ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

চুয়াডাঙ্গার জয়রামপুরে বিএনপির নির্বাচনী মিছিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে ভোটের মাঠের চিত্র। নির্বাচনী প্রচারণায় ক্রমেই বাড়ছে সাধারণ মানুষের সরব অংশগ্রহণ।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রবিবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে এক বিশাল নির্বাচনী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আছরের নামাজের পর জয়রামপুর স্টেশন এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে গ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে কৃষক, দিনমজুর, শ্রমজীবী মানুষ, যুবক, বৃদ্ধসহ সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। মিছিলজুড়ে ছিল সুশৃঙ্খল উপস্থিতি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।

স্থানীয়দের মতে, নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বাড়ছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা। ফলে পুরো আসনজুড়ে তৈরি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশ।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তমসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী বলেন, আমরা এখন নির্বাচনী প্রচারণার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। মানুষ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিতে চায়, নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে চায়। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করছে।

তিনি আরও বলেন, ভোটারদের কাছে আমাদের মূল প্রত্যাশা হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। জনগণ যাকে যোগ্য মনে করবে, তাকেই ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করবে, এই প্রত্যাশাই করি। আপনারা জানেন যে, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে অন্য যে-কোন দলের প্রার্থীর চেয়ে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু সবার সেরা। তিনি নির্বাচিত হলে এই অঞ্চলের আমুল পরিবর্তন ঘটবে।

স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের মতে, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে এবারের নির্বাচনী প্রচারণা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি প্রাণবন্ত। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে মাঠের বাস্তবতায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে।সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগমুহূর্তে পুরো এলাকায় বাড়ছে রাজনৈতিক তৎপরতা, আলোচনায় ভোটের হিসাব-নিকাশ, আর সাধারণ মানুষের সক্রিয় উপস্থিতি যা নির্বাচনী পরিবেশকে আরও গতিশীল করে তুলছে।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে আবারো

স্বতন্ত্র প্রার্থীর অফিসে হামলা-ভাংচুর, আহত ৬; পুলিশের নিরবতা

ঝিনাইদহ-৪(কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে একের পর এক স্বতন্ত্র প্রার্থী কাপ-পিরিচ প্রতিকের সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী অফিস ও সমর্থকদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাংচুর করা হচ্ছে। ঘটনাটি নির্বাচনী আচরণ বিধির মধ্যে পড়লেও পুলিশের নিরব ভুমিকা পালনের অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তার সমর্থকেরা সবার প্রতি সমান সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় নলডাঙ্গায় বাজারে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের অফিস ভাংচুর করা হয়। এ সময় অফিসে থাকা ৫নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার ও ফিরোজের কর্মী ওয়াজ্জেদ এবং তার ছেলে বাদশা ও আহাদ,ঘড়াশুনি গ্রামের রাজ্জাকের ছেলে শামীম ও শ্রীমন্তপুর গ্রামের আয়নালের ছেলে জনিকে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। এর আগে গত ৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে কালীগঞ্জ শহরের নিশ্চিন্তপুর নির্বাচনী অফিসে হামলা চালানো হয়।

এসময় অফিসের টেবিল, চেয়ার ও তিনটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। ঘটনাস্থল থেকে ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। এরপর এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

একই দিন রাতে ৮ জনের একটি দল পৌরসভার হেলাই গ্রামের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের আরেকটি নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। অফিসে থাকা চেয়ারগুলো ভাংচুর করে দ্রুত মোটরসাইকেল যোগে পালিয়ে যায়। অপরদিকে গত ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাত ৮টার দিকে কালীগঞ্জ উপজেলার পুকুরিয়া গ্রামে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে বাগবিতন্ডার এক পর্যায়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের করা হয়। এসময় আহত করা হয় ৩জনকে। এছাড়া প্রতিদিন নির্বাচনে এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বিছিন্ন ঘটনা ঘটতেই আছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ অভিযোগ করেন, আমার কর্মী-সমর্থকরা সর্বোচ্চ ধৈর্য্যরে পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রশাসন

তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত হবে আমি মনে করি। নির্বাচন দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই আসার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। প্রশাসনও এক রকম পক্ষ-পাতিত্ব করছে বলে মনে হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ধানের শীষ প্রতিকের প্রার্থী রাশেদ খানের মোবাইলে ফোন দিলে তিনি জানান, তার নেতাকর্মী, সমর্থকেরা হামলা-ভাংচুরের সাথে জড়িত নয়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী লোকজনই নিজেদের অফিস-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই ভেঙ্গে আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নলডাঙ্গায় অবস্থিত অফিস ভাংচুরের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শৈলকুপায় সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ: বাধা দেওয়ায় যুবকদের মারধর

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় সড়ক নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার বিত্তিপাড়া বাজার থেকে রাজাপুর পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পাকাকরণের কাজে ঠিকাদার প্রকাশ্যে দুই নম্বর ইট ও পোড়া মাটির মতো নিম্নমানের ইট ব্যবহার করছেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

ঝিনাইদহ এলজিইডির দেওয়া তথ্য মতে, কাঁচেরকোল বাজার টু রাজাপুর ক্যানেল সড়কে দেড় কিলোমিটার এই রাস্তাটি পাকাকরণে খরচ হচ্ছে ১ কোটি ৫০ লাখ ৩১ হাজার ৩’শ ৮৬ টাকা। কাজটি নির্মাণের দায়িত্ব পায় মেসার্স ঝিনাইদহ বাজার নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কাজটি স্থানীয় কৃষকদল নেতার ভাই ইলিয়াস আলী সাব-ঠিকাদার হিসেবে

কাজ করছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার ভিত্তি শক্ত না করেই তড়িঘড়ি করে কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে। ব্যবহৃত ইটগুলো হাত দিয়েই ভেঙে যাচ্ছে, যা কোনোভাবেই টেকসই সড়ক নির্মাণের উপযোগী নয়। এতে করে সরকারি অর্থ অপচয়ের পাশাপাশি এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত টেকসই সড়কের স্বপ্নই থেকে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় আপেল মাহমুদ নামের এক যুবক অভিযোগ করেন, সাব-ঠিকাদার ইলিয়াস কৃষকদল নেতা ওসমান আলীর ভাই। সেই প্রভাবে নিম্নমানের কাজ করেও পার পেয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। কাজ নিম্নমানের হওয়ায় আমরা বাধা দিলে লোকজন নিয়ে আমাদের মারধর করা হয়।

স্থানীয় গ্রাম্য চিকিৎসক এস এম আকাম উদ্দিন অভিযোগ করেন, এই রাস্তা আমাদের বহু দিনের দাবি। কিন্তু যেভাবে নিম্নমানের ইট দিয়ে কাজ করা হচ্ছে, তাতে বর্ষা আসার আগেই রাস্তা ভেঙে যাবে। আমরা বাধা দিতে গেলে উল্টো আমাদের ওপর চড়াও হচ্ছে ঠিকাদারের লোকজন।

অনিয়মের ব্যাপারে সাব-ঠিকাদার ইলিয়াস আলী বলেন, রাস্তার কাজ সকল নিয়ম অনুযায়ী করা হচ্ছে। নিম্নমানের ইট দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মনোয়ার উদ্দিন বলেন, সড়ক নির্মাণে কোনো প্রকার অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না। যদি কোনো ঠিকাদার অনিয়ম করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বার্ষিকী ‘প্রবর্তনা’র মোড়ক উন্মোচন ও পিঠা উৎসব

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বার্ষিকী ‘প্রবর্তনা’র মোড়ক উন্মোচন, পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে সরকারি মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশিদ, কবি ও গবেষক ড. গাজী রহমান এবং সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা: আব্দুল্লাহ আল আমিন।

কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশিদ বলেন, ‘প্রবর্তনায় লেখার মাধ্যমে আজ এক আতুর ঘরে জন্ম হলো এক কবির। তিনি হয়তো নিজেই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন না আমাকে দিয়ে আবার হবে কি না। তবু হবে। আমি চাই সেই স্বপ্নটুকু তাদের ভেতরে বুনে দিতে এই বিশ্বাস যে, হবে। ‘প্রবর্তনা’ সেই আত্মবিশ্বাসটাই যেন তাদের মনে রচনা করে।’

কবি ও গবেষক ড. গাজী রহমান বলেন, ‘যারা পড়াশোনার সঙ্গে থাকে, গবেষণার সঙ্গে থাকে, আর লেখার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখে, তারা আনন্দে থাকার চেষ্টা করে এবং আনন্দ খুঁজে পায়। আনন্দ ও দুঃখ আসলে এক বিশেষ অনুভূতির স্তর, সেই স্তরে পৌঁছাতে না পারলে না আনন্দ স্পষ্ট হয়, না দুঃখের গভীরতা ধরা দেয়। এই পথচলারই এক অনুপ্রেরণার নাম ‘প্রবর্তনা’। প্রবর্তনার মত সৃষ্টিশীল কাজগুলো শিক্ষার্থীদের ভাবনার জগৎ খুলে দেয়, লেখার সাহস জোগায়, আর অনুসন্ধিৎসু মনকে গবেষণার দিকে এগিয়ে নেয়।’

উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা: আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘প্রবর্তনা’ উপলব্ধির পথ দেখায়। এটি শিক্ষার্থীদের ভাবনা, স্বপ্ন আর সৃজনশীলতাকে প্রকাশের সাহস দেয় এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস জাগায়।’

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও ‘প্রবর্তনা’র আহ্বায়ক কাজী আশরাফুল হক। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক একরামুল হাসান লোটাস, ‘প্রবর্তনা’র সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক রূপালী বিশ্বাস, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

আলোচনা শেষে মেহেরপুর সরকারি মহিলা করেজের প্রকাশিত বার্ষিকী ‘প্রবর্তনা’র মোড়ক উন্মোচন করা হয় । পরে অতিথিবৃন্দ পিঠা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। পিঠা উৎসবে ১০টি স্টলে নানা ধরনের

ঐতিহ্যবাহী পিঠা প্রদর্শিত হয়। সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

উল্লেখ্য, ‘প্রবর্তনা’য় মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল লেখা স্থান পেয়েছে।

মেহেরপুরের ৩নং ওয়ার্ডে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারনা

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারনা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডে মেহেরপুর-১ আসনের আজ রবিবার সকালে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষে ভোট চেয়ে নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচিতে বিএনপি নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে নাসির উদ্দীন, সাইদ হাসান জনি, মৃদুলসহ ৩নং ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।